কাফির ঘোষণায় শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি;
এতদ্‌সংক্রান্ত ভুল বোঝাবুঝি ও সীমালঙ্ঘন

তাকফির

নিয়ে বাড়াবাড়ি

মূল : ইউসুফ আল কারজাভি
অনুবাদ : শাইখুল আজম আবরার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

শুরুর কথা	**১১**
তাকফির নিয়ে উগ্রতা	**২৩**
তাকফিরপন্থার কারণসমূহ	**২৭**
উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাকফির করা	২৯
ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য	৩১
তাকফিরের ভয়াবহতা ও ঝুঁকি	৩৫
কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন	৩৭
মানুষ কীভাবে ইসলামে প্রবেশ করে	**৩৮**
তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণকারীর জন্য জান্নাত আবশ্যক	৪৩
ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো	৪৬
কবিরা গুনাহ কি ঈমান সম্পূর্ণ ধ্বংস করে	৪৯
শিরক ছাড়া সমস্ত গুনাহ ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে	৫৬
ছোটো কুফর, বড়ো কুফর	৫৯
কুফর, নিফাক ও জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণ	৬৫
ইবাদতের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্তর	৭৩
তাকফির প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আলিমগণের মতামত	**৭৯**
আশআরি ও অন্যান্যদের মতামত	৭৯
প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত	৮২
লা মাজহাব ফকিহগণের মন্তব্য	৯২
শেষ কথা	**৯৪**

শুরুর কথা

প্রশংসার সবটুকু মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের ক্ষতি ও কর্মের অশুভ ফলাফল থেকে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আবার কাউকে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে কেউ তাকে সুপথের দিশা দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র উপযুক্ত উপাস্য, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

বেশ ক'বছর ধরে 'তাকফির'-এর বিষয়টি নিয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। কিছু পরিচিত ভাই জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি বিষয়ে আলোচনার জন্য আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তখন থেকেই এই উদ্বেগের সূচনা। তারা মূলত বিপ্লবকালীন সময়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের তৃতীয় ধাপে গ্রেফতার হয়েছিলেন। আমরা তখন এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যা নির্যাতিত বন্দিদের ও শাসকশ্রেণিকে তটস্থ করে তুলেছিল। আলোচিত বিষয়টি ছিল—তাকফির নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং এই প্রান্তিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী। এসব দলের অধিকাংশ সদস্যই ছিল বয়সে তরুণ এবং দাওয়াহর ক্ষেত্রে একেবারেই নবীন। তাদের বাড়াবাড়ির মাত্রা সীমা অতিক্রম করে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। এমনকী তারা মুসলিম ভাইদের সাথে নামাজ পড়তেও অস্বীকৃতি জানাত; অথচ এসব মুসলিম ভাই ছিল আকিদা ও চিন্তায় তাদের সমমনা। অত্যাচার ও নিপীড়ন স্বীকার করার ক্ষেত্রে ছিল সমব্যথী। এসব মুসলিমের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা দাওয়াহ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছিলেন তাদের গুরু ও শিক্ষকতুল্য।

এই প্রান্তিকতা ও উগ্রতার পেছনে কোন কারণটি লুকিয়ে ছিল, তা উপলব্ধি করা কোনো প্রকৃত গবেষকের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কারণটি ছিল কারাগারে আটক থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে বর্বর ও পাশবিক নির্যাতন। এতটাই বর্বর ও পাশবিক—সেগুলোকে ধর্ম, নৈতিকতা, আইন ও মানবিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা যায় না।

এসব নিরাপরাধ যুবকদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। তাদের ওপর দমন-পীড়ন, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের এমন স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল, যা একজন মানুষের পক্ষে সহ্য করা প্রায়ই অসম্ভব। তাদের ওপর চালানো হয়েছিল বিভিন্ন শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক নিষ্পেষণ। এ ছাড়া তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকারকেও যারপরনাই অবজ্ঞা করা

হয়েছিল। অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিল, কলম দিয়ে লিখে একে চিত্রায়িত করা অসাধ্য; এমনকী কল্পনা করাও অসম্ভব।

এতসব অত্যাচার কেন করা হলো? যারা অত্যাচার করছিলেন, তারাও জানতেন— এই অত্যাচারিত মানুষগুলোর একমাত্র অপরাধ হলো—'আল্লাহ আমাদের রব' বলে আওয়াজ তোলা। এদের কেউ-ই অন্যের অধিকার খর্ব করার মতো অপরাধ করেননি। কারও অনিষ্ট কিংবা ক্ষতি করার পরিকল্পনাও তাদের ছিল না কোনোকালেই। কোনো অপরাধ বা পাপ কাজ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যেও তারা সমবেত হননি কখনো। তারা শুধু ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। চিন্তাধারা ও আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামকে মানদণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ইসলামের দিকে আহ্বান এবং ইসলামের বিধান বাস্তবায়নই ছিল তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব। পাশাপাশি এসব দায়িত্বে অবহেলা ও দায়িত্ব পালন না করাটা ছিল তাদের দৃষ্টিতে পাপ। তাহলে কেন এসব নিরপরাধ মানুষকে গৃহহীন করে অসহনীয় ও বর্বর অত্যাচার করা হয়েছিল?

বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠল তখন, যখন দেখা গেল—

১. অন্যায়কারী, পাপিষ্ঠ, নাস্তিক ও ধর্মহীন সম্প্রদায় বাঁধনহারা ও স্বাধীন। তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং অপকর্মের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করার মতো কাউকেই পাওয়া যাচ্ছিল না; উলটো মিডিয়া ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে অপকর্মগুলো প্রচার-প্রসারের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছিল।

২. নির্যাতনকারীদের দ্বীন ও তাকওয়ার লেশমাত্র ছিল না; বরং তাদের প্রকৃতি এমন—তারা নির্যাতিত মানুষদের ধর্মীয় অনুরাগ ও ভালোবাসাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা করত। তাদের কারও কারও মুখ থেকে তো এমন কথাও বের হয়ে যেত, যা সুস্পষ্ট কুফরির আওতায় পড়ে। এমনকী একজন তো বলেই বসেছিল—'পারলে তোমাদের রবকে নিয়ে এসো, তাঁকেও গারদে পুরব (নাউজুবিল্লাহ)!' অথচ মহান আল্লাহ এসব জালিমদের ফালতু কথা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৩. আবার সমসাময়িক কিছু ইসলামি বইপত্রের মধ্যে তাকফিরের মতো স্পর্শকাতর চিন্তাধারার বীজ লুকিয়ে ছিল। এসব বইপত্রের অনেকগুলোই অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতনের প্রেক্ষিতে (Context) লেখা হয়েছিল এবং বইগুলোর উপস্থাপনশৈলী ও বাচনভঙ্গি (Expression) ছিল খুবই শক্তিশালী ও তীব্র প্রভাব বিস্তারক্ষম। তাই এই বইগুলো পাঠককে তাকফিরের দিকে অতি উৎসাহী (Over Zealous) করে তুলেছিল।

আর এভাবেই একটি গ্রুপ সীমালঙ্ঘন ও কঠোরতার সমন্বয়ে গঠিত এই তাকফিরি চিন্তাকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। এই চিন্তাধারা লালনকারীরা ব্যক্তি ও সমাজকে কালো চশমার ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ এদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে বেশ অস্পষ্ট ও ভাসাভাসা (Shallowness)।

এমতাবস্থায় একটি প্রশ্ন আপনাতেই উঠে আসে—যারা আমাদের প্রতি অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুর ও বর্বর অত্যাচার করে, তাদের ব্যাপারে বিধান কী? অথবা আরেকটু যথাযথভাবে বললে—যারা শাসকের আদেশ পালন করতে গিয়ে আমাদের ওপর জীবননাশী দমন-পীড়ন চালায়, তাদের ব্যাপারে হুকুম বা বিধান কী?

তাকফিরপন্থিদের কাছে সচরাচর একটি উত্তর প্রস্তুত থাকে। উত্তরটি তারা কুরআন-হাদিসের কিছু উদ্ধৃতির (Texts) বাহ্যিক অর্থ থেকে গ্রহণ করেন। তেমনই একটি কুরআনের আয়াত হলো—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-

'আর যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির।'[১]

আর কিছু কিছু হাদিস তারা ব্যবহার করেন, যেগুলোতে কিছু পাপাচারকে কুফরি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি শুধু এতটুকুতে শেষ নয়। অনেকেই আছেন তাকফিরপন্থিদের সঙ্গে এই বিষয়ে কুরআন-হাদিসের নসগুলো (উদ্ধৃতিগুলো) বোঝার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন। যেমন : অনেক স্কলার দাবি করেন—

'তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী ও স্পষ্টতর কুরআন-হাদিসের নস ও মূলনীতিসমূহের (Maxims) সাথে তাকফিরপন্থিদের ব্যবহৃত আয়াত-হাদিসগুলো সাংঘর্ষিক। এই কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্কলারদের কাছে তাকফিরপন্থিদের ব্যবহৃত দলিলগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।'

এমনকী দ্বিমতকারীদেরও তারা কুফরির অপবাদে অভিযুক্ত করে বলে—

'যে ব্যক্তি এসব অত্যাচারী শাসককে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করে না, সেও কাফির হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কারণ, কাফিরদের কুফর বা অস্বীকারের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করাও কুফরি—যেমনটি মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারিসহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কুফরির বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা কুফরি।'

---

১. সূরা মায়েদা : ৪৪

তাকফির নিয়ে উগ্রতা

একবার আমার কাছে নিচের চিঠি দুটো এসেছিল—

প্রথম চিঠিতে ভূমিকার পর লেখা ছিল—

'আশা করি আপনারা বিভিন্ন মিডিয়ার বরাতে খবরটি পড়েছেন এবং শুনেছেন। ধর্মীয় এই নতুন আলোচিত বিষয়টি (Phenomenon) এখন মানুষের মুখে মুখে। এই বিষয়টিকে (তাকফির) কেন্দ্র করে গড়ে উঠা দলগুলোর নাম হলো—"জামাআতুত-তাকফির (তাকফিরপন্থার দল)" বা "জামাআতুল কাহাফ (কাহাফের দল)" কিংবা "জামাআতুল হিজরাহ (হিজরতের দল)"। এ ছাড়া নাম না জানা আরও অনেকেই আছেন, যারা এই বিষয়টিকে অনুসরণ করছেন।

এই আলোচিত বিষয়টি এমন একটি মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে, এককথায় যার শিরোনাম দেওয়া যায়—"তাকফির নিয়ে উগ্রতা"; যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গির বাহকদের গোষ্ঠীগত ভিন্নতার কারণে তাকফিরের কারণ ও পরিণাম নিয়ে মতভেদ আছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ কবিরা গুনাহকারীকে তাকফির করে, যেমনটা অতীতে খারেজিরা করত।

আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে—"আমি কবিরা গুনাহ করে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করি না; বরং কবিরা গুনাহ করার ক্ষেত্রে যে জিদ করে লেগে থাকে, শুধু তাকেই কাফির সাব্যস্ত করি।"

এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে—"বর্তমানে সাধারণ জনগণের মধ্যে যারা নিজেদের ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবি করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে, তারা মূলত মুসলিম নয়।"

এই দাবির সমর্থনে তারা বিভিন্ন দলিল পেশের মাধ্যমে বিতর্ক তৈরি করে। এগুলো সম্ভবত আপনারা পড়েছেন। আবার কিছু আলিম তাদের এই দাবিকে খণ্ডন করে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালিখিও করেছেন।

আশা করি আমার এই মন্তব্য অত্যুক্তি হবে না যে, কিছু কিছু মানুষ তাকফিরের বিষয়টিকে যতটা তুচ্ছ মনে করেন, ব্যাপারটি এখন সে পর্যায়ে নেই; উপরন্তু এটি এখন বিপজ্জনক ও গুরুতর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সভা, সেমিনারের মধ্যে বিষয়টি অসংখ্য যুবককে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে। তারা এটি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ন্যায্যতা জানতে চাইছে।

আমরা আপনার জ্ঞান, বোধ ও দ্বীনের প্রতি আস্থাশীল। সেইসঙ্গে একটি দলের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য একটি দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে, কোনো একটি নির্দিষ্ট মতের প্রতি না ঝুঁকে কিংবা অন্ধ অনুসরণ, স্বজনপ্রীতি ও সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে মানুষকে সন্তুষ্ট করার মতো অন্যায় কাজগুলো পরিহার করে একনিষ্ঠভাবে প্রকৃত সত্যকে বের করে আনতে আপনার যে আকুলতা, তার প্রতিও আমাদের আস্থা আছে। আস্থার সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রত্যাশা হলো—আপনি দয়া করে কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের আলিমদের কাছে সিদ্ধ শরিয়াহর দলিলগুলোর আলোকে তাকফিরের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট করবেন।

আপনার অন্যান্য যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, আমরা আশা করব—এই স্পর্শকাতর বিষয়টি আপনার কাছে যথাযথ গুরুত্ব পাবে। কারণ, আমরা মনে করি—অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফিকের দুআ করছি। একই সঙ্গে আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকছি।'

ইতি,
কায়রো থেকে একদল মুসলিম যুবক

দ্বিতীয় চিঠিটি উত্তর ইয়েমেনের সানা নামক অঞ্চলের একদল মুসলিম যুবক পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

'সেই মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে আপনাদের মত কী—যিনি বিশ্বাস করেন, ইয়েমেনসহ অন্যান্য অঞ্চলের সব মুসলিম এবং ইয়েমেনি সমাজসহ অন্যান্য সমাজ কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেছে? সেসব সমাজের মানুষজন ইসলামের ভিত্তিগুলোকে মেনে চলুক বা না চলুক, এদের মধ্যে আলিম থাকুক আর মূর্খ ব্যক্তি থাকুক, চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী—তাতে কিছুই যায় আসে না, এসব রাষ্ট্র হলো দারুল হারব (শত্রুরাষ্ট্র) কিংবা মুরতাদ রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্রে জুমা এবং জামাতে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কারণ, কাফির কিংবা মুরতাদের পেছনে নামাজ পড়লে সেটি শুদ্ধ হয় না। এ ছাড়া মুরতাদ বা কাফির রাষ্ট্রে কিংবা মুরতাদ উম্মতের ওপর সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়; বরং প্রথমে এসব মুরতাদকে কালিমা তায়্যিবার দাওয়াত দিতে হবে। কারণ, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ শুধু মুসলিম সমাজ ও মুসলিম উম্মত তথা দারুল ইসলামের জন্যই আবশ্যক।

এই বিশ্বাস কি সঠিক? এর সপক্ষে কি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ নস, সালাফের আকিদা ও উম্মতের ইজমা পাওয়া যায়? নাকি কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ নস, সালাফের দিকনির্দেশনা ও উম্মতের ইজমা না থাকার ফলে তাদের এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে? আমরা আপনার কাছ থেকে এই প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত প্রত্যুত্তর কামনা করছি।'

কায়রো ও সানা থেকে মুসলিম যুবকদের মধ্যে যারা এই চিঠিগুলো পাঠিয়েছেন এবং আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে এই দুআ করছি, তিনি যেন তাদের সুধারণার মতো করেই আমার নিজেকে গড়ার তাওফিক দেন এবং আমার দুর্বলতার যেসব দিক তারা জানে না, সেগুলো মাফ করে দেন। কথা না বাড়িয়ে আমি যা বলতে চাই, তা হলো—

তারা আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, সেই বিষয়টির স্পর্শকাতরতা নিয়ে আমার বেশ ভালোই ধারণা আছে। কারণ, এটা এখন এই যুবকদের মতো অনেকেরই মাথাব্যথার কারণ। আর বিষয়টি হলো—তাকফির নিয়ে উগ্রতা বা বাড়াবাড়ি।

তাকফিরপন্থার কারণসমূহ

এখানে সর্বপ্রথম আমার যা বলা—তাকফির নিয়ে বাড়াবাড়ি নামক এই আলোচিত বিষয়টির পেছনের কারণ ও কার্যকারণ নিয়ে অধ্যয়ন করাটা জরুরি। তাহলে আমরা দূরদর্শিতার সাথে এর সমাধানে সক্ষম হব।

আবার ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য দমন, পীড়ন ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের উগ্রতার পথ অবলম্বন করে, তারাও সন্দেহাতীতভাবে ভুল। কেন ভুল? তার পেছনে দুটো কারণ আছে—

প্রথমত, কোনো একটি চিন্তাধারার মোকাবিলা চিন্তার মাধ্যমেই করতে হয়। কিন্তু চিন্তাধারার মোকাবিলায় যদি উগ্রতা ব্যবহার করা হয়, তাহলে এতে কেবল উগ্রতাই বাড়ে এবং সেই চিন্তাধারার লোকজন জেদের বশবর্তী হয়ে সেটিকে আরও আঁকড়ে ধরে; বরং এক্ষেত্রে কর্তব্য হলো—আলোচনা ও বোঝানোর মাধ্যমে সম্মত করা, প্রমাণ প্রতিষ্ঠা এবং সংশয় দূর করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা।

দ্বিতীয়ত, তাকফিরপন্থিদের প্রায় সবাই ধার্মিক ও একনিষ্ঠ। এরা নিয়মিত রোজা রাখে, তাহাজ্জুদ পড়ে। ধর্মীয় বিষয়ে এদের উৎসাহের কোনো কমতিও নেই। সেজন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মহীনতা, চারিত্রিক স্খলন, সামাজিক বিকৃতি, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারের মতো বিষয়গুলো তাদের উত্তেজিত করে তোলে। একদিক থেকে চিন্তা করলে তারা সংস্কারকামী, যারা উম্মাহর হিদায়াতের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী; যদিও তাদের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতিটি ভুল ও ভ্রান্ত।

তাই আমাদের কর্তব্য হলো—তাদের এই ইতিবাচক দিকগুলোকে মূল্যায়ন করা এবং তাদের সমাজ বিধ্বংসী ও দন্ত-নখরযুক্ত হিংস্র প্রাণী হিসেবে চিত্রিত না করা।

এ ছাড়া এই উদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে, তা এই গোষ্ঠী সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়নকারী ব্যক্তি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। কারণগুলো হলো—

১. আমাদের মুসলিম সমাজে সত্যিকারের কুফরি ও রিদ্দাত (ইসলাম ত্যাগ করা) প্রকাশ্যভাবে প্রসারিত হওয়া, এসব কুফরি ও রিদ্দাতের প্রতিনিধিত্বকারীদের বিস্তৃতি এবং সদর্পে বুক ফুলিয়ে চলা, মিডিয়াকে ব্যবহার করে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে কুফরিপনার প্রসার ঘটানো এবং তাদের বারণ করা কিংবা ভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে আনার মতো কাউকে খুঁজে না পাওয়া।

২. সত্যিকারের কাফির হয়ে যাওয়ার পরও এদের ব্যাপারে কিছু আলিমের কোমলতা প্রদর্শন এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক না থাকার পরও তাদের মুসলিম হিসেবে গণ্য করা।

৩. সঠিক ইসলামি চিন্তা ও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রমের ধারক-বাহকদের ওপর নিপীড়ন চালানো। পাশাপাশি তাদের দাওয়াতি কার্যক্রমের ওপর কড়াকড়ি আরোপ। স্বাধীন চিন্তার ব্যক্তিদের ওপর এই ধরনের নিপীড়ন ও অত্যাচার কেবলই ভ্রান্ত ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। এই নিপীড়ন ও অত্যাচারের কারণে তারা আলোহীন বদ্ধ আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ শুরু করে। ফলে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনার দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়।

৪. ইসলামের উসুল (মূলনীতিসংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান) ও ফিকহের ব্যাপারে এই অতি-উৎসাহী তরুণদের। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকায় তারা কুরআন-হাদিসের কিছু বিক্ষিপ্ত নস (Text) গ্রহণ করে এবং অন্য নসগুলোকে উপেক্ষা করে চলে। অর্থাৎ, তারা সুবিধাজনক নসগুলোকে বাছাই করে গ্রহণ করে (Cherry Picking)। তারা কুরআন-সুন্নাহর অস্পষ্ট নসগুলো (উদ্ধৃতি) গ্রহণ করে, কিন্তু স্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন নসগুলোকে এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ, জুজইয়্যাত (কুরআন-হাদিসের খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি) আঁকড়ে ধরে, কিন্তু কাওয়াইদ কুল্লিয়্যাহ-কে (Holistic/Comprehensive Maxims) উপেক্ষা করে। এমনকী কিছু কিছু কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতিকে তারা খুব তাড়াহুড়ো করে ভাসাভাসাভাবে বোঝার চেষ্টা করে। এমন অসংখ্য সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট যোগ্যতা ছাড়া তারা বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়।

এজন্য কারও কাছে শুধু ইখলাস থাকাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়াহ এবং তাঁর বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে যেকোনো ব্যক্তির তরফ থেকে এমন স্খলন সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমনটা ইতঃপূর্বে খারেজিদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ইবাদত ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে অধিকতর এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও দশটি কারণকে সামনে রেখে অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিসে খারেজিদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে—যেমনটা ইমাম আহমাদ বলেছেন।

এ কারণে সালাফগণ (পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল ব্যক্তি) ধার্মিকতা ও জিহাদের আগে জ্ঞান অর্জনের জন্য উপদেশ দিতেন, যাতে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে কেউ আল্লাহ প্রদত্ত পথ থেকে বিচ্যুত না হয়।

ইমাম হাসান আল বাসরি (রহ.) বলেছেন—

> 'জ্ঞান ছাড়া কাজ করতে চাওয়া ব্যক্তির উদাহরণ হলো পথহীন পথিকের মতো। অর্থাৎ যার কোনো মূল্য নেই। জ্ঞানহীন আমল করতে যাওয়া একজন ব্যক্তি ভালো করার চেয়ে মন্দ ও বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেন বেশি। তাই এমনভাবে জ্ঞান অর্জন করবে, যেন ইবাদতের ক্ষতি না হয় এবং এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন জ্ঞানের ক্ষতি না হয়। কারণ, ইতঃপূর্বে একটি দল (খারেজিরা) জ্ঞান বাদ দিয়ে ইবাদত করতে শুরু করেছিল বলেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের বিরুদ্ধে তারা অস্ত্রধারণ করেছিল। তারা যদি ঠিকঠাক জ্ঞানার্জন করত, তাহলে তাদের দ্বারা এসব অনিষ্টকর কাজ সম্পাদিত হতো না।'[২]

উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাকফির করা

যারা কোনো ধরনের সংকোচ ও লজ্জা ছাড়াই প্রকাশ্যে কুফরের ঘোষণা দেয়—এমন ব্যক্তিদের তাকফির বা কাফির সাব্যস্ত করাটাই আমাদের কর্তব্য। আর যাদের বাহ্যিক অবস্থায় ইসলাম বিদ্যমান, কিন্তু ভেতরের ঈমানের অবস্থা খুবই খারাপ, তাদের তাকফির করা থেকে আমরা বিরত থাকব। এ ধরনের লোকদের ইসলামি ঐতিহ্যের পরিভাষায় 'মুনাফিক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। রাসূলের যুগে এই প্রকৃতির লোকজন মুখে বলত—'আমরা ঈমান এনেছি', কিন্তু ঈমান এদের অন্তরে প্রবেশ করত না। আর তাদের কাজকর্ম দেখেও বোঝার উপায় ছিল না যে তারা ঈমান এনেছে। বাহ্যিক অবস্থায় ইসলাম থাকার কারণে পৃথিবীতে তাদের মুসলিম হিসেবেই গণ্য করা হতো, কিন্তু অন্তরে কুফর পুষে রাখার কারণে আখিরাতে তাদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

---

২. ইবনে আবদিল বার, 'জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদিলহ,' সম্পাদনা : আবুল আশবাল আজ-জুহাইরি, (সৌদি আরব, দার ইবনিল জাওজি, ১৯৯৪ ইং), খণ্ড : ০১, পৃষ্ঠা : ৫৪৫। —অনুবাদক

মানুষ কীভাবে ইসলামে প্রবেশ করে

প্রথম মূলনীতি : একজন মানুষ সাধারণত দুটো বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে—

ক. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং

খ. মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

একজন ব্যক্তি উল্লিখিত দুটো বিষয়ে মৌখিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করলেই সে ইসলামে প্রবেশ করবে। ভেতরে ভেতরে কাফির থেকে গেলেও আমাদের কিছু করার নেই। কারণ, আমাদের বাহ্যিক দিক আমলে নিয়েই বিচার-বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। আর গোপন বা অন্তরের বিষয় ছেড়ে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ওপর। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো—

১. কেউ যখন উল্লিখিত বিষয় দুটোর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করত, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে তৎক্ষণাৎ মুসলিম হিসেবে মেনে নিতেন। তার ইসলামকে যাচাই করার জন্য নামাজের সময় হলো কি না, জাকাত দেওয়ার সময় পূর্ণ হলো কি না অথবা রোজা রাখার মাস এলো কি না, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতেন না। এগুলোর প্রতি ঈমান থাকলে এবং এগুলোকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার না করলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হতো।

২. সহিহ বুখারি ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে উসামা বিন জায়িদ ؓ-এর সাথে সম্পর্কিত একটি হাদিস এসেছে। একবার যুদ্ধের ময়দানে উসামা ؓ নিজের তরবারি কোষমুক্ত করতেই একজন ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠল, কিন্তু তারপরও তিনি তাকে হত্যা করলেন। ঘটনা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ নাখোশ হয়ে তাঁকে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন।

বললেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি কীভাবে ব্যক্তিটিকে হত্যা করতে পারলে?' তখন তিনি বললেন—'সে তো আমার তরবারির হাত থেকে বাঁচার জন্যই অমনটা বলেছিল।' রাসূল ﷺ তখন বললেন— 'তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছ?' কিছু বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বলেন—'কিয়ামতের দিন এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিষয়ে তুমি কী জবাব দেবে?'